

“মিষ্টি বাচ্চারা - ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো। খাওয়ার সময়েও একে অন্যকে বাবার কথা মনে করাও। স্মরণ করতে করতে তোমরা পাস উইথ অনার হয়ে যাবে।”

প্রশ্ন:- কোন্ দুর্বলতার জন্য বাবার কাছে বাচ্চাদের নামে রিপোর্ট আসে?

উত্তর:- কোনো কোনো বাচ্চা এখনো প্রেম-স্বরূপ হয়নি, মুখ দিয়ে দুঃখ দেওয়ার মতো কথা বলতে থাকে। তাই বাবার কাছে রিপোর্ট আসে। বাচ্চাদের চাল-চলন অতি প্রেমপূর্ণ হতে হবে। যদি নিজের মধ্যেই অবগুণ্ণরূপী কোনো ভূত থাকে তবে অন্যের অবগুণ্ণ দূর করবে কিভাবে। তাই দেবতাদের মতো প্রেম-স্বরূপ হতে হবে। সমস্ত ভূতকে (অবগুণ্ণ) তাড়াতে হবে।

গীত:- আজ অবশেষে এল সেই দিন...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা দীননাথ বাবাকে চিনেছে এবং তারা বসে বসে বাবাকে স্মরণ করে। হয়তো চোখ দিয়ে অন্য কাউকে দেখেছে কিংবা কৰ্মেন্দ্রিয় দিয়ে কৰ্ম করেছে। কিন্তু গায়ন আছে- হাত দিয়ে কাজ করো আর হৃদয় প্রিয়তমকে দিয়ে রাখো। ব্রাহ্মণকুল ভূষণরা-ই বাবাকে চেনে এবং তাদের সাথেই বাবা কথা বলেন। বাবা বলেন, অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছে। ড্রামা অনুসারে এখন তোমাদের বাবার এবং সৃষ্টিচক্রের স্মৃতি এসেছে। সমগ্র দুনিয়াই বিস্মৃতিতে ডুবে আছে। বাবার রচনাকে এবং বাবার পতিত থেকে পবিত্র বানানোর কর্তব্যকে অর্থাৎ সকলের সদগতি করার কর্তব্যকে কেউই জানে না। তোমরা রচয়িতাকে এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে কিভাবে সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয় এবং কিভাবে আমরা ৮৪ জন্ম নিই। যারা সত্যযুগ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত অভিনয় করেছে তারাই এখন অভিনয় করবে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত জন্ম নিতে নিতে ক্রমশ নীচে নেমে এসেছে। এখন কলিযুগের অন্তিমে তোমাদের উত্তরণ কলা হয়। বলা হয়, তোমার উত্তরণ কলায় সকলের কল্যাণ হয়। অতএব, তোমাদের এখন সবকিছুর স্মৃতি এসেছে। একেই বলা হয় স্মৃতি-লব্ধা, নষ্টমোহ। কার দ্বারা স্মৃতি এসেছে? বাবার দ্বারা। নিজের থেকে স্মৃতি আসেনি। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এই শরীরটা তো লৌকিক বাবা দিয়েছে। এখন পারলৌকিক বাবা এই পুরাতন শরীরের ভান ত্যাগ করতে বলছেন। যেভাবে সাপ পুরাতন খোলস ত্যাগ করে নতুন ধারণ করে। এই উদাহরণ সত্যযুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তোমরাও সত্যযুগ থেকে খোলস ত্যাগ করা শুরু করবে। এটা এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম। বাবা বলছেন, আর একটু সময় বাকি আছে। তোমরা ধৈর্য প্রাপ্ত করেছে। তোমরা এটা জেনে খুশিতে আছ যে আমরা পুনরায় বাবার কাছ থেকে সুখের উত্তরাধিকার পাচ্ছি। সুখের উত্তরাধিকার তো বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। এই কথাটা কোনো মানুষের বুদ্ধিতে আসে না। ওরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গেলে ওদের বুদ্ধিতে এটা আসে না যে এরা কারা? ভক্তিমার্গে তো কেবল হাত জড়ো করে বলে - তুমি হলে মাতা-পিতা...। শিববাবা হলেন সবথেকে বড়। তিনি হলেন বাগবান (বাগানের মালিক)। কারণ তিনি নুতন দৈবী বাগানের চারা রোপণ

করেন। সুতরাং তিনি নিজেই মালি এবং হাত ধরে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। তাই বাবা নিজেই কিভাবে বাগবান, মালি এবং মাঝির ভূমিকা পালন করেন তা তোমরা বাচ্চারা জানো। এইগুলো হল তাঁর বিভিন্ন নাম। তাঁকে মুক্তিদাতাও বলা হয়। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, এখানে আসলে শিববাবাকেই স্মরণ করে এসো। আমরা তো শিববাবাকে আপন করেছি। ব্রহ্মাবাবাও তাঁকে আপন করেছেন। তাই কেন না আমরা কেবল তাঁকেই স্মরণ করব। চিত্রতেও দেখানো হয়েছে - সকলেই (সকল ধর্মের লোকেরা) শিবকে মানে। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা না বলে জীবাত্মা বলা উচিত কারণ আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। শরীর না থাকলে আত্মার সাথে আত্মা কথা বলে না। পরমধামে কি পরমাত্মা আত্মার সাথে কথা বলবেন? হয়তো কেউ কেউ বলে যীশুখ্রিস্টকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। কিন্তু ওখানে পরমাত্মা কথাও বলেন না এবং কোনো ইশারাও দেন না। ড্রামা অনুসারে আত্মা নিজেই অভিনয় করার জন্য নিচে চলে আসে। আত্মার মধ্যে পাট ভরা রয়েছে। তাই আত্মা নিচে এসে শরীর ধারণ করে অভিনয় করে। শরীরের নাম তো সবার আলাদা হয়। আত্মার নাম তো আত্মা-ই। আমরা আত্মারা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অভিনয় করি। এখন আমাদের স্মৃতি এসেছে। তাই অন্য কোনো কিছুই স্মৃতি আসা উচিত নয় কারণ এই পুরাতন দুনিয়ার পুরাতন ভূমিকা, পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। ওখানে আমরা নতুন শরীর পাব। সুতরাং এর অর্থ হল এখন পাঁচ বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। এতেই অনেক সমস্যা হয়। বাচ্চারা বাবাকে লেখে - কাম-ক্রোধের তুফান আসে। বাবা বলেন, দান দিলেই গ্রহণ কেটে যাবে। এখন আত্মার ওপর গ্রহণ লেগেছে। আগে তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। এখন কোনো কলা নেই। যেমন চাঁদের ক্ষেত্রে পূর্ণিমার পরে ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। শেষে কেবল একটা দাগ থেকে যায়। তোমাদেরও এখন সেইরকম অবস্থা। বাবা বলেন, দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। কিন্তু যদি বিকারের দান দিয়ে আবার ফেরত নিয়ে নাও তাহলে উঁচু পদ পাবে না। এখানে বিকার দান করতে হয়, টাকা পয়সা নয়। হরিশ্চন্দ্রের মতো ধন দান করে ফেরত নেওয়া উচিত নয়। বাস্তবে এটা বিকারের জন্য বলা হয়। বিকার দান করে ফেরত নেওয়া উচিত নয়। নিজের অন্তরে দেখ যে আমার হৃদয় কি বাবার সাথে যুক্ত রয়েছে, যার দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের গ্রহণ কেটে যাবে। এরজন্য তো সময় লাগে। একসাথে সব দূরীভূত হয় না। অসুস্থতা হল কর্মভোগ বাকি থাকার একটা লক্ষণ। তুফান আসার কারণ হল সম্পূর্ণ যোগযুক্ত না হওয়া। বাবা বলেন, অন্যান্য সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল আমার সঙ্গ কর। অন্যান্য সংসঙ্গে তো প্রিয়তমকে জানে না। এটাও জানে না যে আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পাট ভরা আছে। আগে তো এইগুলো আমাদের বুদ্ধিতেও ছিল না। তাহলে অন্যদের বুদ্ধিতে কিভাবে থাকবে! আমরা যারা দেবতা ঘরানার ছিলাম তারাই জানতাম না। এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর সত্যযুগে প্রাপ্তি শুরু হবে। সত্যযুগে যে যেমন কর্ম করেছিল সেটাই আবার রিপিট (পুনরাবৃত্তি) করবে, সংস্কারগুলো প্রকট হবে। জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর ইত্যাদি বলে বাবার মহিমা করা হয়। আমরাও এখন ভালোবাসতে শিখছি। আমাদের মুখ থেকে এমন কোনো কথা যেন না বেরোয় যার দ্বারা কেউ দুঃখ পায়। যদি কাউকে দুঃখ দাও তাহলে বুঝতে হবে যে আমার মধ্যে ভূত রয়েছে। তাহলে লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারব না। যখন বাবার বাচ্চা হয়েছি তখন লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হতে হবে। যদি কোনো ভূত রয়ে যায় তাহলে ত্রেতাতে চলে যাবে। বাচ্চাদের মধ্যে ক্রোধ আসা উচিত নয়। চাল-চলন অতি প্রেমপূর্ণ হওয়া উচিত। দেখো, বাবার তো কত বাচ্চা, তবুও বাবা ক্রোধ করেন না। তাই তোমাদেরকেও প্রেম-স্বরূপ হতে হবে। এখনো কোনো কোনো বাচ্চা প্রেম-স্বরূপ হয়নি। কখনো কখনো রিপোর্ট এলে বাবাও বুঝে যান যে এর মধ্যে ভূত আছে। যার নিজের মধ্যেই ভূত রয়েছে

সে কিভাবে অন্যের ভূত তাড়াবে। অতি প্রেম-স্বরূপ হতে হবে এবং সেটা এখানেই হতে হবে। দেবতারা তো প্রেম-স্বরূপ, তাই না? দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি কত আকর্ষক। তাই আমাদেরকেও এইরকম হতে হবে। তোমার স্বামী ক্রোধ করলেও তার সাথে ভালোবাসার সহিত কথা বলতে হবে। এমন যেন না হয় যে ওর মধ্যে ভূত আছে বলে সেটা আমার মধ্যেও এসে গেল। না, আমার মধ্যে যেসব অবগুণ রয়েছে সেগুলোকে যেভাবেই হোক বার করতে হবে। অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। কেউ একজন বলল যে তার লৌকিক বাবা ক্রোধ করে। তো আমি বলি, সে যখন ক্রোধ করবে তখন তার ওপর ভালো ভালো ফুলের বর্ষণ করো। তখন সে আশ্চর্য হয়ে যাবে এবং তারপর ঠান্ডা হয়ে যাবে। খুব যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। আমরা হলাম রাম সম্প্রদায়। নিজেই যদি এইরকম না হও তাহলে অন্যকে কিভাবে এইরকম বানাবে। এইজন্য স্থাপনার কার্যে বিলম্ব হয়। প্রথমত, চাল-চলন যেন প্রেমপূর্ণ হয় আর দ্বিতীয়ত, বাবার স্মরণে থাকতে হবে, স্ব-দর্শন চক্রধারী হতে হবে। ব্যবসা তো করতেই হবে। তাই ভোরবেলার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় তাড়াতাড়ি শোওয়া উচিত... তাড়াতাড়ি ওঠা উচিত। তাই ভোরবেলা উঠে এখানে এসে বসলে অন্তত ৫ মিনিট হলেও স্মরণ থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেলে স্মরণ শক্তিশালী হয়ে যাবে। খাবার খাওয়ার সময়েও দেখ যে কতটা সময় বাবার স্মরণে থেকে খেলাম। যদি পুরো সময়টাই বাবাকে স্মরণ করেছি তাহলে তো সেটা খুবই বাহাদুরি। খাওয়ার সময়ে একে অন্যকে ইশারা করে বাবাকে স্মরণ করতে বলো। প্রত্যেক গ্রাসে বাবার কথা স্মরণ করাও। এটা হল আমাদের সহজযোগ। এখন আমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান এসেছে। পরমপিতা পরমাত্মাকে যখন সর্বশক্তিমান বলা হয় তাহলে তাঁর মধ্যে কি শক্তি রয়েছে? এমন নয় যে তাঁর মধ্যে বোমা বানানোর শক্তি রয়েছে। না, তাঁকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। এটাই তো শক্তি, তাই না? দেখো, তিনি কত ভোলা, অথচ কত শক্তি আছে। যথার্থভাবে স্মরণ করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। তাই পরিশ্রম করতে হবে। ভোরের সময়টা ভালো হয়। ভক্তিমার্গেও ভোরবেলা ওঠে। জ্ঞানমার্গেও ভোরবেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাবা বলছেন, আমি কল্পে কেবল একবারই আসি তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই খুব খুশি হয়ে যেতে হবে। দুঃখধাম থেকে বেরোতে হবে। এইরকম স্মৃতি থাকলে ভয় পাবে না। যত পরীক্ষাই আসুক, স্মৃতি যেন সর্বদা শক্তিশালী থাকে। এইরকম অবস্থা হতে হবে। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ‘হম সো, সো হম’ কথার অর্থও বোঝানো হয়েছে। ‘হম সো’ (আমিই সেই) মানে ‘আমি পরমাত্মা’ নয়। আমি হলাম পরমাত্মার সন্তান। এটাই হল ‘হম সো’ চক্রের দর্শন। এই স্মরণের দ্বারাই খাদ বের হবে। অমৃতবেলাই হল খাদ বের হওয়ার সময়। তাই পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে যিনি কৃষ্ণপুরীর মালিক বানান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ব্যবসা করার সাথে সাথে স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। পরস্পরকে বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে। যত পরীক্ষাই আসুক, তা সবেও সর্বদা স্মরণে থাকতে হবে।

২) বিকারের দান দিয়ে পরে কখনো ফেরত নেওয়া উচিত নয়। কাউকে দুঃখ দেওয়া কিংবা ক্রোধ করা উচিত নয়। ভিতরে যত ভূত রয়েছে তাদেরকে বের করে দিতে হবে।

বরদান:- চিত্তের প্রসন্নতা দ্বারা আশীর্বাদের বিমানে উড়তে থাকা সন্তুষ্টমণি হও।

সন্তুষ্টমণি তাকেই বলা হয় যে নিজের প্রতি, সেবার প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্টতারূপী ফল প্রাপ্ত করা – এটাই হল তপস্যার সফলতা। যার চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে সে-ই হল সন্তুষ্টমণি। প্রসন্নতার অর্থ হল মন এবং বুদ্ধি যেন সর্বদা আরামে থাকে, সুখ-শান্তিতে থাকে। এইরকম সন্তুষ্টমণির সর্বদা নিজেকে অন্যের আশীর্বাদের বিমানে উড়ন্ত অবস্থায় অনুভব করবে।

স্লোগান:- সততায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের দ্বারা যে দাতা, বিধাতা এবং বরদাতাকে রাজি করাতে পারে, সে-ই আত্মিক খুশিতে থাকে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য :-

১) “দুর্ভাগা এবং সৌভাগ্যশালী হওয়ার আধার কি?”

দুর্ভাগা এবং সৌভাগ্যশালী এই শব্দ দুটি কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ? এটা তো আমরা জানি যে পরমাত্মা সৌভাগ্যশালী বানান এবং মানুষ নিজেই নিজেকে দুর্ভাগা বানায়। মানুষ যখন সর্বদা সুখী থাকে তখন তার ভাগ্যকে ভালো বলা হয় এবং মানুষ যখন নিজেকে দুঃখী মনে করে তখন সে নিজেকে দুর্ভাগা ভাবে। আমরা এটা বলব না যে দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য পরমাত্মার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। না, এইরকম মনে করা অতি মূর্খতা। পরমাত্মা তো আমাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানান, কিন্তু ভাগ্যকে খারাপ করা কিংবা তৈরি করা আমাদের কর্মের ওপরেই নির্ভর করে। এগুলো মানুষের সংস্কারের ওপরেই নির্ভরশীল। তারপর যেমন ভাবে পাপ এবং পুণ্যের সংস্কার তৈরি হয় সেইরকম ভাগ্য তৈরি হয়। কিন্তু মানুষ এই রহস্যটাকে জানে না বলে পরমাত্মার ওপর দোষ দেয়। এখন দেখো, মানুষ নিজেকে সুখী রাখার জন্য কত রকম মায়াবী পদ্ধতি বের করেছে। কিন্তু সেই মায়ার মধ্যে কেউ নিজেকে সুখী মনে করেছে, আবার কেউ সেই মায়ার সন্ধ্যাস করে, মায়াকে ত্যাগ করে নিজেকে সুখী মনে করে। অর্থাৎ কত রকমের চেষ্টা করে কিন্তু এত রকম চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরিণতি দুঃখের দিকেই যাচ্ছে। যখন এই সৃষ্টিতে প্রচুর দুঃখ হয়, সেই সময়ে স্বয়ং পরমাত্মা এসে গুপ্ত রূপে তাঁর ঈশ্বরীয় যোগশক্তির দ্বারা দৈবী সৃষ্টি স্থাপন করে সকল মনুষ্য আত্মাকে সৌভাগ্যশালী বানান।

২) “অজপাজপ মানে নিরন্তর যোগ, অটুট যোগ।”

যখন ওম্ শান্তি বলা হয় তখন তার প্রকৃত অর্থ হল – আমি হলাম আত্মা অর্থাৎ শালিগ্রাম এবং জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সন্তান। আমাদের আকার হল বাবা অর্থাৎ জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মার মতোই। কেবল আমরা হলাম শালিগ্রাম অর্থাৎ সন্তান। তাই আমাদেরকে আমাদের জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সাথে যোগ রাখতে হবে যার দ্বারা লাইট (প্রকাশ) এবং মাইট (শক্তি)-এর উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাই গীতাতে স্বয়ং ভগবানের মহাবাক্য হল – আমার এই জ্যোতি স্বরূপ আকারী রূপে স্থির হয়ে যাও, একেই অজপাজপ বলা হয়। অজপাজপ মানে কোনো মন্ত্র জপ না করে স্বাভাবিক ভাবে পরমাত্মাকে স্মরণ করা। একেই পূর্ণ যোগ বলা হয়। যোগের অর্থ হল কেবল যোগেশ্বর পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকা। তাই যে সকল আত্মা পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত থাকে তাদেরকে যোগী বা যোগিনী বলা হয়। যখন নিরন্তর এইরকম যোগযুক্ত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ স্মরণ করবে তখনই

বিকর্ম এবং পাপের বোঝার বিনাশ হয় এবং আত্মা পবিত্র হয়। যার দ্বারা ভবিষ্যতে দেবতা জন্মের প্রাপ্তি হয়। এই জ্ঞান থাকলে তবেই পুরোপুরি যোগ লাগবে। অতএব, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মার স্মরণে থাকা – এটাই হল প্রকৃত জ্ঞান। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।